যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

বগুড়া মোহাম্মদ আলী কলেজকে শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজের সঙ্গে একীভূত করার ষড়যন্ত্র

চিকিৎসক সমাজ দ্বিধাবিভক্ত

মোঃ নজমুল হুদা নাসিম, বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী মোহাম্মদ আলী হাসপাতালকে নবনির্মিত শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের সঙ্গে একীভূত করার ষড়যন্ত্র করছে ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত কিছু চিকিৎসক। এতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর স্মৃতি বিজড়িত ২৫০ শয্যার হাসপাতালটি বিলুপ্ত হবে এবং জনগণ স্বল্প সময়ে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হবেন। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক বেকার কর্মসংস্থানের সুযোগ হারাবে। এহেন সিদ্ধান্তে চিকিৎসক সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ জনগণের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সংশি-ষ্ট সবার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, বগুড়ার ৩২ লাখ অধিবাসী ছাড়াও উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ জেলার রোগীরা ২৫০ শয্যার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। ১৯৯২ সালে ২৫০ শয্যার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালটি টিচিং হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়। সে সময় মাত্র ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। এখানে একদিকে যেমন পর্যাপ্ত চিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না, তেমনি শিক্ষার্থীরা ঠিকমতো তাদের লেখাপড়ার কাজ চালিয়ে যেতে পারছিল না। সে প্রয়োজনেই বর্তমান সরকার শহরতলীর ছিলিমপুরে ৫০০ শয্যার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রায় ৪০ একর জমির ওপর ২০০২ সালের ১৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়ার নামানুসারে এ কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেলকে। বর্তমানে ২১২ কোটি টাকা ব্যয়ে একাডেমিক ভবনসহ হাসপাতালের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। আবাসিক ভবন নির্মাণসহ সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে। সব মিলিয়ে ব্যয় ২৩০ কোটি টাকা হতে পারে। ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ সব কাজ শেষ হবে। এরপর যে কোন সময় প্রধানমন্ত্রী এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। দর্শনীয় এ হাসপাতালটির নকশা করেছেন গণপূর্ত বিভাগের ডেপুটি চিফ আর্কিটেক্ট আহসানুল খান স্বপন। সূত্রটি আরও জানায়, ৫০০ শয্যার এ কলেজে ১৫০ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে। এখানে ইন্টার্নিসহ প্রায় ৩৫০ জন চিকিৎসক কর্মরত থাকবেন। এছাড়া এখানে আধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত ২৬টি স্পেশালাইজড বিভাগ থাকবে। মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল ও শহীদ জিয়াউর রহমান হাসপাতাল মিলে ৭৫০ শয্যা হওয়ার কথা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দায়িত্বশীল পদে কর্মরত এক চিকিৎসক জানান, ৫০০ শয্যার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ উদ্বোধন হলে মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল সদর হাসপাতাল হিসেবে থাকার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের অতি উৎসাহী কিছু চিকিৎসক নেতা ঐতিহ্যবাহী মোহাম্মদ আলী হাসপাতালকে শহরতলির ছিলিমপুরে উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা মেডিকেল কলেজের সঙ্গে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা রাজশাহী ও রংপুর মেডিকেল কলেজের ষড়যন্ত্র : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

ষড়যন্ত্র : একীভূত করার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিষয়টিকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে। তিনি আরও জানান, মোহাম্মদ আলী হাসপাতালকে একীভূত করা হলে বগুড়াবাসী ২৫০ শয্যার এ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাচীন হাসপাতালটি হারাবে। দুটি মিলে ৭৫০ শয্যা হওয়ার কথা থাকলেও ষড়যন্ত্র সফল হলে ৫০০ শয্যা হবে। এতে মেডিকেল কলেজের অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগও থাকছে না। এছাড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল থেকে ছিলিমপুর মেডিকেল কলেজ প্রায় আধা ঘণ্টার পথ। যানজট সৃষ্টি হলে মুমূর্ষু রোগীকে সেখানে নিতে গিয়ে তার প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

সংশ্লিষ্ট অন্য একটি সূত্র জানায়, ক্ষমতাসীন দলের চিকিৎসক নেতাদের এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন নুরুন নাহার দ্বিমত পোষণ করেন।